



# আত্মহত্যার বিভিন্ন কারণ

16-January-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজ্জতিমার  
সুন্নাতে ভরা বয়ান  
(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাঞ্জিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط  
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط  
 وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
 وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

## দরুদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ مِنْ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةً لَهُ عِنْدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ যে ব্যক্তি আমার প্রতি জুমার দিন দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করবো।

(জমউল জাওয়ামেয়ে, ৭/১৯৯, হাদীস ২২৩৫২)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدًا

প্রিয় ইসলামী বোনরা! আল্লাহ পাকের সম্ভ্রষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

## বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

- \* দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো।
- \* হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো।
- \* প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো।
- \* ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, বাগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো।
- \* إِيْتِيَائِي إِلَى اللَّهِ! أَدْكُرُكَ اللَّهُ! صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনির মনতুষ্টির জন্য নিলুস্বরে উত্তর প্রদান করবো।
- \* বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।
- \* বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো।
- \* বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ

করবো না যার অনুমতি নেই। \* যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজ আমাদের বয়ানের বিষয় হলো “আত্মহত্যার বিভিন্ন কারণ”। মূলত আত্মহত্যার চারটি কারণ রয়েছে: (১) দ্বীন থেকে দূরত্ব, (২) অর্থনৈতিক দুর্দশা, (৩) হতাশা এবং (৪) পারিবারিক অনৈক্য। আজ আমরা এই চারটি বিষয় সম্পর্কে শ্রবণ করবো। এই কারণগুলোর প্রতিকার কি? এটাও শুনবো। পুরো বয়ান ভাল ভাল নিয়ত সহকারে শুনবো, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ অসংখ্য জ্ঞান অর্জন হবে।

আসুন! সর্বপ্রথম একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শ্রবণ করি:

## অতুলনীয় বাহাদুর

হযরত সাযিয়্যুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন: রাসূলে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে আমরা (হুনাইনের) যুদ্ধে উপস্থিত হলাম, তখন আল্লাহর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইসলামের দাবীদার একজন ব্যক্তি সম্পর্কে ইরশাদ করলেন: “সে জাহান্নামী! অতঃপর আমরা যখন যুদ্ধে রত ছিলাম তখন সে ব্যক্তি তীব্রতার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে আর সে আঘাত প্রাপ্ত হল।” কেউ আরজ করল হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! যে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কিছুক্ষণ পূর্বে দোযখী বলে ইরশাদ করেছেন সে তো আজ তীব্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করেছে। তখন নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সে জাহান্নামে পৌঁছেছে।” কিছু লোক সংশয়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নিকটবর্তী ছিল, এমন সময় কেউ বলল: সে মৃত্যুবরণ করেনি বরং সে মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল। যখন রাত হল, সে আঘাতের তীব্র কষ্ট সহ্য করতে না পেয়ে আত্মহত্যা করে ফেলেছে। এমনকি যখন প্রিয় আক্কা, হুযুর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে যখন এ সংবাদ দেওয়া হল তখন হুযুর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “আল্লাহ্ আকবর! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহ পাকের বান্দা ও তাঁর রাসূল।”

অতঃপর হযরত **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** হযরত বেলাল **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** কে নির্দেশ দিলেন, তখন হযরত বিলাল **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** মানুষের কাছে ঘোষণা দিলেন: “জান্নাতে শুধুমাত্র মুসলমানরাই প্রবেশ করবে, আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক এই দ্বীনের সাহায্য কোন জঘন্য পাপী ব্যক্তি দ্বারা ও করান।” (সহীহ বুখারী, ২/৩২৮, হাদীস- ৩০৬২)

**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে তিনটি পয়েন্ট সামনে আসে:

(১) প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** আল্লাহ পাকের দানক্রমে অদৃশ্যের বিষয় জানতেন, তাইতো সে ব্যক্তি সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন যে, সে দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইমাম নববী **رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ** বলেন: তাকে এই জন্যই দোযখী বলা হয়েছে যে, আত্মহত্যা করা গুনাহ এবং সেই ব্যক্তি দোযখে তার গুনাহের শাস্তি ভোগ করেই জান্নাতে যাবে। একটি অভিমত এটাও যে, আত্মহত্যাকারী সে ব্যক্তি মুনাফিক ছিল।

(শরহে নববী, ২য় অংশ, ১/১২৩)

(২) বাহ্যিক ভাবে যে যতই নেককার হোক না কেন, তার দিন রোযা অবস্থায় এবং রাত ইবাদতে অতিবাহিত হোক না কেন, যতই ইবাদত ও রিয়াযত করুক না কেন, দ্বীনের যতই প্রসার ও খেদমত করুক না কেন, কিন্তু যদি অন্তরে প্রিয় মুস্তফা **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর প্রতি শত্রুতা থাকে তবে তার নেকী ও ইবাদতের কোন মূল্য নেই।

(৩) কৃতকর্ম শেষ পরিণামের উপর পুরোপুরি নির্ভর করে। যেমন: হাদীসে পাকে রয়েছে: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيِّبَاتِ** অর্থাৎ সকল কাজের কর্মফল শেষ পরিণতির উপর নির্ভরশীল। (মুসনদে ইমদ, ৮/৪৩৪, হাদীস-২২৮৯৮)

**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ**

## আত্মহত্যার সংজ্ঞা ও বিধান

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিজের হাতে নিজেকে মৃত্যুর ঘাট পার করে দেয়াকে আত্মহত্যা বলা হয়। আত্মহত্যা কবীরা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। এই শরীর আল্লাহ পাকের নেয়ামত, সুস্থ সবল অঙ্গ আল্লাহ পাকের নেয়ামত, ধুকধুক করা অন্তর আল্লাহ পাকের নেয়ামত এবং চালু থাকা শ্বাস-প্রশ্বাসও

আল্লাহ পাকের নেয়ামত। এই নেয়ামত সংরক্ষণ করা অতীব জরুরী আর আত্মহত্যা করে নিজেকে ধ্বংস করা অনেক বড় গুনাহ। ৫ম পারা সূরা নিসার ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ২৯) ﴿٢٩﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নিজেদের প্রাণগুলোকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াবান।

সৈয়দ মুফতী মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে বলেন: এই আয়াত দ্বারা আত্মহত্যা হারাম হওয়াটা প্রমাণিত।

## আত্মহত্যার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আত্মহত্যা কাপুরুষতা ও সাহসহীনতার লক্ষণ। আফসোস! বর্তমানে আত্মহত্যার ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলছে, একটি গ্রহণযোগ্য ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সার্ভে করার পর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় দশ (১০) লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করে থাকে, পৃথিবীর মোট মৃত্যু সংখ্যার মধ্যে আত্মহত্যার কারণে মৃত্যুর পরিমাণ শতকরা এক দশমিক আট (১.৮) ভাগ। আরেক সার্ভে অনুযায়ী এই সংখ্যা আশংখ্যাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। (বিভিন্ন ওয়েব সাইট থেকে সংগৃহিত)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো! মানুষে ভরা এই পৃথিবীতে প্রতি চল্লিশ সেকেন্ড কেউ না কেউ নিজেই নিজের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিচ্ছে।

আত্মহত্যা কেন করা হয়? এর মূল কারণ কি এবং এর প্রতিকারই বা কিভাবে সম্ভব? আসুন! আত্মহত্যার চারটি মূল কারণ এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে শ্রবণ করি:

## প্রথম কারণ দ্বীন থেকে দূরত্ব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا আমরা সবাই মুসলমান, আমাদের দ্বীন অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম সবচেয়ে উত্তম ধর্ম। আমাদের ধর্ম দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা দেয়। মুসলমানদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল কারণ হলো দ্বীন, শরীয়ত ও ইসলাম থেকে

দূরত্ব। কিছু ঘটনা খুবই হৃদয় বিদারক দৃশ্য প্রকাশ করে, আসুন! আত্মহত্যার এমন কিছু সংবাদ শুনি:

একটি পত্রিকার সংবাদের সারাংশ হলো: মা ছেলেকে বর সাজিয়ে বরযাত্রির সাথে বিদায় দিলো। বরযাত্রীরা তাকে অনেক বললো সাথে যাওয়ার জন্য কিন্তু সে গেলো না এবং পরে ঘরের সকল অলঙ্কার ও টাকা পয়সা কাউকে সমর্পণ করে মা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলো এবং দু'দিন পর তার লাশ পাওয়া গেলো।

আরেকটি পত্রিকার সংবাদ: এক পিতা তার এক মেয়ে, দুই ছেলে এবং তাদের মাকে সহ হত্যা করার পর আত্মহত্যা করে নিজের জীবন শেষ করে দিলো।

একটি পত্রিকার সংবাদ: পিতা রাগে সন্তানকে থাপ্পড় মারলো আর ১৪ বছরের সন্তান অভিমান করে নিজেকে বাথরুম বন্ধ করে শরীরে আগুন লাগিয়ে দিলো।

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## আত্মহত্যার নিন্দা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই ঘটনাগুলোর জন্য যতই আফসোস করা হোক নিশ্চয় তা কম হবে। এটা আমাদের সমাজের কয়েকটি ঘটনা, এরূপ হাজারো ঘটনা দ্বারা পত্রিকা ভরে থাকে। আত্মহত্যা কারীরা সম্ভবত মনে করে যে, এই কাজটি করার পর আমরা নিষ্কৃতি পাবো! অথচ আত্মহত্যা করতে নিষ্কৃতি পাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ পাকের অসম্ভব অবস্থায় খুবই জঘন্যভাবে ফেঁসে যায়। যারা নফসের ধোঁকায় পরে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনের ন্যায় নেয়ামত থেকে পালাবার পথ খুঁজে এবং নিজের হাতেই নিজের জীবন শেষ করে দেয়, মৃত্যু তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মাধ্যম হতে পারে। আত্মহত্যার মাধ্যমে দুনিয়ার কষ্ট থেকে বাহ্যিকভাবে রক্ষা পাওয়া ব্যক্তি আখিরাতের সীমাহীন কষ্টে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে।

মনে রাখবেন! জীবন শেষ হওয়া অবস্থায় ঈমান ও আকীদার নিরাপত্তার সহিত আসা মৃত্যু অনেক উত্তম হয়ে থাকে, এরূপ মৃত্যু জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ। এরূপ মৃত্যু আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের মধ্যে একটি বড় নেয়ামত। আর শয়তানের প্রতারণায় লিপ্ত হয়ে দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতের

বিনিময় করে নেয়া অনেক বড় মূর্খতা। আত্মহত্যা করার শাস্তি কখনোই সহ্য করা যাবে না। আসুন! আত্মহত্যার কারণে হওয়া আখিরাতের শাস্তি সম্বলিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি:

- (১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি যে বস্তুর দ্বারা আত্মহত্যা করবে, তাকে জাহান্নামের আগুনে উক্ত বস্তুর দ্বারা আযাব দেওয়া হবে।” (বুখারী, ৪/২৮৯, হাদীস নং- ৬৬৫২)
- (২) ইরশাদ হচ্ছে: “যে ব্যক্তি লোহার অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে তাকে জাহান্নামের আগুনে উক্ত অস্ত্র দ্বারা আযাব দেওয়া হবে।” (বুখারী, ১/৪৫৯, হাদীস নং- ১৩৬৩)
- (৩) ইরশাদ হচ্ছে: “যে ব্যক্তি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে নিজের গলায় ফাঁস লাগাতে থাকবে এবং যে নিজেকে নিজে বল্লম মারলো, জাহান্নামের আগুনেও সে নিজেকে বল্লম মারতে থাকবে।”

(বুখারী, ১/৪৬০, হাদীস নং- ১৩৬৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## দুনিয়া হলো জেলখানা

প্রিয় ইসলামী বোনরা! নিশ্চয় আত্মহত্যা করা যেনো নিজেকে বিপদে ফাঁসিয়ে দেয়, দুনিয়ার বিপদ সহ্য করা মতো আর আখিরাতের কষ্ট নিঃসন্দেহে সহ্য করার মতো নয়। যদি আল্লাহ করুণাকারো আত্মহত্যা করার কুমন্ত্রণা আসে তবে তার উচিত যে, বর্ণনাকৃত শাস্তি দ্বারা নিজেকে ভীত করা, শিক্ষা অর্জন করা এবং শয়তানের আক্রমণকে প্রতিহত করা। যদিও বা যতই দুশ্চিন্তা হোক না কেন, ধৈর্য ও সম্ভ্রষ্টির অনুসারী হয়ে সাহসিকতার সহিত অবস্থা মোকাবেলা করুন।

মনে রাখবেন! জীবনের এই সফরে মানুষ সর্বদা একই অবস্থায় থাকে না। কোন দিন তার জন্য সুসংবাদ নিয়ে আসে তবে কোন দিন দুঃখের বার্তা, কখনো আনন্দের বর্ষণ হয় তবে কখনো কষ্ট ও বিপদের তুফান বয়ে চলে। এই তুফানের আয়ত্রে কখনো মানুষ স্বয়ং চলে আসে, কখনো বা তার ব্যবসা বাণিজ্য প্রভাবিত হয় এবং কখনো তার ঘর ধ্বংস হয়ে যায়। মোটকথা! কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হতেই থাকে। তাই ইসলাম বিপদে ধৈর্য এবং আনন্দের সময়ে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করার শিক্ষা দিয়ে থাকে।

আল্লাহ পাক মুসলমানকে পরীক্ষায় নিষ্ক্ষেপ করে তাদের গুনাহকে মিটিয়ে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। যারা বিপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাতে সফল হয়ে যায়, তারা আল্লাহ পাকের রহমতের ছায়ায় এসে যায়।

২য় পারা সূরা বাকারার ১৫৫ থেকে ১৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلْتَبْلُوْا كُمْ شَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ  
وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ  
وَالشَّمْرِ ۗ وَبَشِيْرٍ الصَّابِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِيْنَ  
اِذَا اَصَابَتْهُمُ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ  
وَ اِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾ اُوْلٰئِكَ عَلَيْنٰهُم  
صَلٰوَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَّاُوْلٰئِكَ هُمُ  
الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٧﴾

(পারা ২, সূরা বাকার, আয়াত ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ঘাটতি দ্বারা এবং সুসংবাদ গুণান ঐসব ধৈর্যধারণকারীদেরকে; যারা হচ্ছে (এমনসব লোক যে) যখন তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন বলে, 'আমরাতো আল্লাহরই মালিকানাধীন এবং আমাদেরকে তাঁরই প্রতি ফিরে যেতে হবে।' এসব লোক হচ্ছে তারাই, যাদের উপর তাদের প্রতিপালকের দরদসমূহ এবং রহমত বর্ষিত হয় আর এসব লোকই সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো! কোরআনে পাকে এটা ইরশাদ হচ্ছে যে, আল্লাহ পাক বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। এখন যারা এতে অধৈর্য হয়ে যায়, চিন্তাচিন্তি করলো, অকৃষ্ণ বাক্য মুখে উচ্চারণ করলো অথবা অতিষ্ঠ হয়ে **مَعَاذَ اللّٰهِ** আত্মহত্যার পথ বেঁচে নেয়, তারা এই পরীক্ষায় খুবই জঘন্যভাবে বিফল হয়ে পূর্বের চেয়ে আরো কয়েকগুণ বেশি বিপদের অধিকারী হয়ে যায়। অধৈর্য হওয়াতে বিপদ কমে যায় না, উল্টো ধৈর্যধারণের মাধ্যমে অর্জিত হওয়া মহান সাওয়াবও নষ্ট হয়ে যায়, যা কিনা স্বয়ং একটি বড় বিপদ। তাই ধৈর্যধারণ করে নেয়া উচিত।

হাদীসে পাকে মুমিনের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে যে, তারা খুশি হলে তবে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং কষ্টে পতিত হলে তবে ধৈর্যধারণ করে।

(মুসলিম, কিতাবুয যুহুদ ওয়ার রিকাক, ১২২২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৫০০)

## ধৈর্যের সারমর্ম এবং এর বরকত সমূহ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! \* নিঃসন্দেহে ধৈর্যে কল্যাণই কল্যাণ নিহিত। \* ধৈর্য দুনিয়ার দুঃখ থেকে মুক্তি প্রদানকারী গুণ। \* ধৈর্য আল্লাহ পাকের সম্ভ্রুতিতে সম্ভ্রুত থাকার নাম। \* ধৈর্য গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচানোর নাম। \* ধৈর্য আল্লাহ পাকের নৈকট্যের মাধ্যম। \* ধৈর্য দ্বীনের সর্দারী অর্জনের উপায়। \* ধৈর্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে উত্তম ও অশেষ প্রতিদান পাওয়ার মাধ্যম। \* ধৈর্যধারণ করাতে আল্লাহর সাহায্য বান্দার অর্জিত হয়ে যায়। \* ধৈর্যধারণ করাতে আল্লাহ পাকের রহমত নসীব হয়। \* ধৈর্য দ্বারা দুনিয়াও উত্তম হয় এবং আখিরাতও সজ্জিত হয়ে যায়। \* আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে নব্বইটিরও (৯০) বেশি স্থানে ধৈর্যের বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং অধিকাংশ মর্যাদা ও কল্যাণকে ধৈর্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, এটাই ধৈর্যের ফল ঘোষণা করে দিয়েছেন এবং ধৈর্যধারণকারীর জন্য এরূপ নেয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন, যা অন্য কারো জন্য রাখেননি। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৯৯ পৃষ্ঠা) \* ইবাদতের মধ্যে ধৈর্যই নিহিত, যার সম্পর্ক আল্লাহ পাক শুধু নিজের দিকে ইঙ্গিত করেননি বরং ধৈর্যধারণকারীর সাথে থাকার সুসংবাদও ইরশাদ করেছেন।

১০ম পারা সূরা আনফালের ৪৬ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ  
(পারা ১০, সূরা আনফাল, আয়াত ৪৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ধৈর্যধারণ করো। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## ধৈর্য ও আমরা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্তমানে আমরা ধৈর্যধারণ করা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি, সম্ভবত এই কারণেই অনেকে মানসিক চাপের শিকার। ধৈর্য ছেড়ে দেয়ার ফলে আমাদের সমাজে ব্লাড প্রেসারের ন্যায় ভয়ঙ্কর রোগও দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধৈর্য থেকে দূরত্বের কারণে অনেক খুবই রাগী এবং মেজাজী লোক পারিবারিক ঝগড়া, অভাব, ঋণগ্রস্থতা, অসুস্থতা, বিপদ, ব্যবসায়িক পরেশানী এবং বিবাহে প্রতিবন্ধকতা বা পরীক্ষায় বিফল ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট মানসিক চাপের

(Depression) কারণে আত্মহত্যা করে বসে। আত্মহত্যা এবং অন্যান্য আরো অরেক গুনাহ থেকে বাঁচার একটি অনন্য মাধ্যম হলো ধৈর্যের অভ্যাস গড়া। আসুন! ধৈর্যের প্রেরণা বৃদ্ধি এবং গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য ধৈর্যের ফযীলত সম্বলিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি।

- (১) ইরশাদ হচ্ছে: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: যখন আমি মুমিন বান্দার দুনিয়ার প্রিয় জিনিস নিয়ে নিই অতঃপর সে ধৈর্যধারণ করে তবে তার প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, ৪/২২৫, হাদীস- ৬৪২৪)
- (২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করল, এমনকি সেই বিপদকে উত্তম ধৈর্য দ্বারা মোকাবিলা করল। আল্লাহ পাক তার জন্য তিনশত মর্যাদা লিপিবদ্ধ করবেন। প্রত্যেক মর্যাদার মাঝখানের দূরত্ব আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান হবে। (আল জামেউস সগীর লিস সুযুতী, ৩১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫১৩৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ধৈর্যধারণের অভ্যাস গড়ার জন্য আবশ্যিক যে, রাগের অভ্যাস ত্যাগ করা। রাগই সেই রোগ যা বান্দাকে ধৈর্যধারণ এবং এর প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করে দেয়। তাই যদি কোন বিষয় আমাদের খারাপ লাগে বা আমাদের মর্জির বিপরীত কোন কাজ হয়ে যায় তবে রাগের বশবর্তী হয়ে বা প্রতিশোধ নেয়ার কথা ভাবার পরিবর্তে মাদানী ইনআম নম্বর ২৩ এর উপর আমল করে শয়তানের আক্রমণকে বিফল করার মাসনিকতা তৈরী করা উচিত। মাদানী ইনআম নম্বর ২৩: আজকে আপনি (ঘরে কিংবা বাইরে) কারো উপর রাগ আসা অবস্থায় চুপচাপ থেকে রাগের চিকিৎসা করেছেন, নাকি কিছু বলে উঠেছেন? এছাড়া তাকে ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন নাকি প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজেছেন?

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## আত্মহত্যার দ্বিতীয় কারণ “আর্থিক দূরবস্থা”

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আত্মহত্যার দিকে ধাবিতকারী অনেক কারণের মধ্যে দ্বিতীয় মূল কারণ হলো অর্থনৈতিক উৎকর্ষ। বেকারত্ব বা ঋণগ্রস্ততার প্রতি অতিষ্ঠ হয়েও অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। স্বচ্ছলতা, উন্নত খাবার, বিবাহ

ইত্যাদিতে অহেতুক ব্যয়, বাড়ি সাজানো, দামী দামী পোষাক, গাড়ি ইত্যাদির জন্য অত্যধিক টাকার চাগিদা এবং অনেক বড় শিল্পপতি হয়ে যাওয়ার সোনালী স্বপ্নও আত্মহত্যার কারণ।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, “সম্পদ” মানুষের মৌলিক প্রয়োজনীয়তার অন্তর্ভুক্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ বিদ্যমান থাকে, জীবন হাসিখুশি অতিবাহিত হয়, কিন্তু যখন পকেট খালি হয়ে যেতে থাকে এবং নব উদিত হওয়া সূর্য একটি নতুন খরচ নিয়ে উপস্থিত হয় তখন জীবন গাড়ির চাকা থমকে যেতে থাকে। এরূপ লোককে কখনো কখনো প্রয়োজন মিটাতে ঋণের মতো কন্টকময় বৃক্ষের নিচেও আশ্রয় নিতে হয় অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ঋণের বোঝাও উঠাতে হয়। অতঃপর এই বৃক্ষ তার শেখর ছড়িয়ে এমনভাবে শক্তিশালী হয়ে যায় যে, অনেক দুর্বল মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তি আত্মহত্যার দিকে ধাবিত হয়ে যায়। সন্তানদের স্কুল এবং টিউশনের মোটা অংকের ফি, পরিবারের উর্ধ্বগামী খরচ, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের বিল, বাড়ির মালিক ও ঋণদাতার তাগাদা, পরিবারের সদস্যদের নিত্য নতুন চাহিদা এবং দীর্ঘ আবদার কখনো বা বান্দাকে এমন বন্ধ রুমে নিয়ে যায় যে, যেখান থেকে মুক্তির উপায় শুধুমাত্র আত্মহত্যার আকারেই দেখা দেয়।

## উপার্জনের চিন্তার প্রতিকার হলো অল্পেতুষ্টিতা

যদি থাকা খাওয়ার মধ্যে সত্যিকার অর্থে অনাড়ম্বরতার মানসিকতা গড়া যায় তবে সামান্য উপার্জনে দিনাতিপাত করা সম্ভব এবং এই কারণে সম্ভবত কোন মুসলমানই আত্মহত্যার ন্যায় হারাম ও দোযখে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ করবে না। মনে রাখবেন! মানবীয় চাহিদা সমুদ্রের গভীরতার চেয়ে ও বেশি গভীর এবং আসমান ও জমিনের চেয়েও বেশি প্রশস্ত। সৌভাগ্যবান তারা, যারা ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করে অল্পেতুষ্টিতা অবলম্বন করে নিজের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রশান্তিময় জীবন অতিবাহিত করে থাকে। \* অল্পেতুষ্টিতা উন্নতমানের মানবীয় গুণাবলী সমূহের মধ্যে একটি খুবই সুন্দর গুণ। \* অল্পেতুষ্টিতা প্রশান্তি ও সান্তনার কারণ। \* অল্পেতুষ্টিতা এমন একটি ধন ভান্ডার, যা বান্দাকে অপরের সাহায্য নেয়া থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়। \* অল্পেতুষ্টিতা এমন একটি সম্পদ, যা কোন কিছু না থাকা

অবস্থায়ও বান্দাকে অপরের প্রতি মুখাপেক্ষীতা থেকে উদ্বিগ্ন করে দেয়।  
 \* অল্পেতুষ্টিতা লালসার ফাঁদ থেকে বাঁচার উত্তম হাতিয়ার। \* অল্পেতুষ্টিতা এমন একটি গুণ, যা বান্দার মাঝে আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে। \* অল্পেতুষ্টিতা মানুষের উচ্চ সাহস, উচ্চ ভাবনা, বুয়ুর্গী, তাকওয়া এবং ধৈর্যের নিদর্শন হয়ে থাকে।  
 \* অল্পেতুষ্টিতার গুরুত্ব সম্পর্কে জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ পাক তাঁর নেক এবং নৈকট্যশীল বান্দাকেই এই পবিত্র নেয়ামত দান করে থাকেন। সকল আশ্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَتُهُمُ اللهُ السَّلَام এর মুবারক জিন্দেগী আমাদের জন্য উত্তম নমুনা।

**প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অল্পেতুষ্টিতার প্রতি লাখো সালাম**

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সারা জীবন ধৈর্য ও অল্পেতুষ্টিতায় অতিবাহিত করেছেন। রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ গণিমতের সম্পদ হিসেবে বড় বড় ধন ভান্ডার পেতেন, কিন্তু হুয়ুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তা মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিতেন, সাহাবীয়ে রাসূল, হযরত আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পরিবার কখনো লাগাতার তিনদিন পেট ভরে খাবার খাননি, এমনকি এই অবস্থায় হুয়ুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ এই দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়ে গেছেন।

(বুখারী, কিতাবুল আতইম্মা, ৩/৫২০, হাদীস- ৫৩৭৪)

প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ চাটাইয়ের উপর আরাম করতেন, নূরানী মাথা মুবারক রাখার জন্য খেজুরে ছাল ভরা চামড়ার বালিশ ব্যবহার করতেন। (শরহে যুরকানী, ৫/৯৬) কখনো সুস্বাধু খাবারের আকাঙ্ক্ষাই করেননি। হুয়ুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যবের মোটা মোটা রুটি প্রায় খাবারে ব্যবহার করতেন। (সীরাতে মুস্তফা, ৫৮৫, ৫৮৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো! আমাদের প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ উভয় জগতের ধন ভান্ডারের মালিক হওয়ার পরও অল্পেতুষ্টিতায় জীবন অতিবাহিত করেছেন, সুতরাং আমাদেরও উচিত যে, আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা, তাঁর অনুসরণে অল্পেতুষ্টিময় জীবন অতিবাহিত করা। অল্পেতুষ্টিতার ইহকালিন ও পরকালিন অনেক

উপকারীতা রয়েছে, আসুন! এই উপকারীতা সমূহ শুন্যার পূর্বে “অল্পেতুষ্টি” এর সংজ্ঞা শ্রবণ করি যে, “অল্পেতুষ্টিতা” কাকে বলে?

অল্পেতুষ্টিতার সংজ্ঞা: আল্লাহ পাকের বন্টন নীতির উপর সন্তুষ্ট থাকা বা যা কিছু পাওয়া যায় তাকেই যথেষ্ট মনে করাই হলো অল্পেতুষ্টিতা। (পাখি ও অন্ধ সাপ, ৮ পৃষ্ঠা)

অল্পেতুষ্টিতার অনেক উপকারীতা রয়েছে, আসুন! কয়েকটি উপকারীতা শ্রবণ করি:

### অল্পেতুষ্টিতার উপকারীতা এবং প্রবৃত্তির অনুস্মরণের ক্ষতিসমূহ

- ১) অল্পেতুষ্টিতা অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসা কমিয়ে দেয় আর প্রবৃত্তির অনুস্মরণকারীরা দুনিয়ার ভালবাসায় গ্রেফতার হতে থাকে এবং দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করে বসে, যা দ্বীনের জন্য বিষাক্ত ঘাতক।
- ২) অল্পেতুষ্টিতা অবলম্বনকারীরা উপায়ের চেয়ে বেশি উপায় সৃষ্টিকারী প্রতিপালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, এতে সে অন্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে যায়। আর অল্পেতুষ্টিতা বিহীন ব্যক্তি উপায়ের প্রতিই দৃষ্টিপাত করে তাকেই সবকিছু ভেবে বসে, এতে তারা মানুষের প্রতি আশাবাদী হয় এবং তাদের প্রতি প্রত্যাশা করতে থাকে।
- ৩) অল্পেতুষ্টিতা মানুষকে প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া থেকে বিরত রাখে এবং এর বরকতে জীবন প্রশান্তিময় এবং সন্তোষময় (Satisfaction) করে দেয় আর প্রবৃত্তির অনুস্মরণ অশান্তি এবং মানসিক চাপ জন্ম দেয়।
- ৪) সবচেয়ে বড় অল্পেতুষ্টিতার উপকারীতা হলো যে, এতে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সন্তুষ্টি অর্জন হয়। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ইসলামের হেদায়ত পেলো এবং তার রুজি প্রয়োজন অনুযায়ী হয় আর সে এতে অল্পেতুষ্টিতা অবলম্বন করলো।

(তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, ৪/১৫৬, হাদীস- ২৩৫৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজ আমরা অল্পেতুষ্টিতা হতে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি, সম্ভবত এই জন্যই রিযিকে বরকত শূন্যতার অভিযোগ অনেকাংশে বৃদ্ধি

পাচ্ছে, এতে সমাজে ঘৃষ, প্রতারণা এবং লুটতরাজের উর্ধ্বগতিও অশ্লেষতুষ্টিতা থেকে দূরত্বে কারণ। দারিদ্রতা ও বেকারত্বতার প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে আত্মহত্যার ঘটনার সংবাদ প্রায় পত্রিকার পাতাকে সজ্জিত করছে, সমাজের এই খারাপ অবস্থার অনেক বড় কারণ হলো অশ্লেষতুষ্টিতাকে সাধারণত ছেড়ে দেয়া। এই জন্য অশ্লেষতুষ্টিতা অবলম্বন করণ, এরূপ করাতে প্রশান্তি ও সন্তোষের সহিত সৌভাগ্য আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

### তৃতীয় কারণ “হতাশা”

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আত্মহত্যার আরো একটি মূল কারণ হলো “হতাশা”। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সাধারণত মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রিয় হলো তার প্রাণ। কিন্তু যদি অবস্থা দুর্বল হওয়ার কারণে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যায় এবং কোনরূপ আশা দেখা যায় না তবে একজন সাধারণ মানুষের সহ্য ক্ষমতার প্রতিভোর দিতে থাকে এবং তার জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ দেখা দেয় না।

মনে রাখবেন! হতাশাও আত্মহত্যার দিকে নিয়ে যায়। অবস্থা যেমনি হোক না কেন, কিন্তু আশা ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। একটি অর্ধেক ভর্তি গ্লাস সামনে রাখা হলে তবে একজন আশাবাদী ব্যক্তি এর অর্ধেক ভর্তি হওয়াটাই দেখবে আর একজন হতাশ ব্যক্তি এই গ্লাসটির অর্ধেক খালিটাই দেখবে। আশা এবং হতাশার মধ্যে শুধুমাত্র মানসিকতাটাই পার্থক্য, আল্লাহ পাকের রহমতের প্রতি তাকিয়ে বান্দা সর্বদাই ইতিবাচক (Positive) ভাবে এবং নেতিবাচক (Negative) ভাবনাকে নিকটেও আসতে দিবে না। একজন মুসলমানের শান হলো যে, সে যেনো সর্বদা আল্লাহ পাকের রহমতের প্রতি আশাবাদী হয়। কোরআনে পাকেও এটাই আদেশ রয়েছে।

যেমনটি ১৩তম পারা সূরা ইউসুফের ৮৭নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَا تَيْسُؤْا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ  
(পারা ১৩, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৮৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আল্লাহর  
রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো! আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বিপদাপদ, দুঃখ কষ্ট, বিরোধীতা, অত্যাচারীর প্রবল আক্রমণ, পারিবারিক কলহ, আর্থিক দৈন্যদশা এবং বিবাহে প্রতিবন্ধকতাসহ বড় বড় বিপদ আসুক না কেন, আমাদের আশা ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। এসকল বিপদে তাওবা ও ইস্তিগফার করণ এবং আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করণ। সেই দয়ালু আল্লাহ এমন উপায় সৃষ্টি করে দিবেন যে, আনন্দের বর্ষণ হতে থাকবে। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**

**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ**

### চতুর্থ কারণ “পারিবারিক অনৈক্য”

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আত্মহত্যার আরো একটি অনেক বড় কারণ হলো পারিবারিক অনৈক্য। মনে রাখবেন! পারিবারিক অনৈক্য খুবই ধ্বংসময় রোগ! সুতরাং কল্যাণ এতেই নিহিত যে, মানুষ ঝগড়া বিবাদের ক্ষতিসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখবে এবং ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাকবে। যদিও কেউ বিনা কারণে আমাদের সাথে ঝগড়া করে তবুও আমাদের উচিত যে, আমরা আমাদের রাগকে কন্ট্রোল করে সত্যের উপর থাকার পরও ঝগড়া থেকে দূরে থাকা। কেননা যেই সৌভাগ্যবানরা সত্যের উপর থাকার পরও ঝগড়া করে না, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** তার তরী পাড় হয়ে যাবে।

নবী করীম **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি সত্যের উপর থাকার পরও ঝগড়া করে না, আমি তার জন্য জান্নাতের প্রান্তে একটি ঘরের জামিনদার। (আবু দাউদ, বাবু ফি হুসনিল খলক, ৪/৩৩২, হাদীস-৪৮০০) অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: বান্দা ঈমানের সত্যতায় ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতায় পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না সে সত্যের উপর থাকার পরও ঝগড়া ছেড়ে দিবেনা। (মওসুয়াতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুস সিমত, ৭/১০১, হাদীস- ১৩৯)

**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অভিশপ্ত শয়তান আমাদেরকে প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর সুন্নাহ থেকে দূরে সরিয়ে আমাদের পরিবারের শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে, আমাদের জীবন ব্যবস্থাকে বিগড়ে দিয়েছে, পারিবারিক জীবনে ইসলামী চরিত্র পদদলিত হয়ে গেছে, ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব এবং সুন্নাহ অনুযায়ী

চারিত্রিক প্রশিক্ষণ না হওয়ার কারণে পরিবারের অধিকাংশ ব্যক্তি একে অপরকে ঘৃণা করতে থাকে। পারিবারিক ঝগড়ায় অতিষ্ঠ হয়ে কখনো স্ত্রী আত্মহত্যা করে তো কখনো স্বামী আত্মহত্যা করে, কখনো মেয়ে আত্মহত্যা করে তো কখনো ছেলে আত্মহত্যা করে, এভাবে কখনো মা তো কখনো পিতা। পারিবারিক সমস্যার একটি সমাধান হলো ঘরে মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে মাদানী মুযাকারা বা সুন্নাতে ভরা বয়ান দেখা, শুনানো, প্রতিদিন ঘর দরস দেয়া এবং নিজের ঘরে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি করা। যে ঘরের সকলে নামাযী এবং সুন্নাতের অনুসারী হবে সেই ঘরে **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ** আপনি কখনোই আত্মহত্যার জঘন্য সংবাদ শুনবেন না। এই আপদ বোনামাযী, ফ্যাশন পুজারী, সিনেমা নাটকের দর্শক, গান বাজনার শ্রোতা, শুধু দুনিয়াবী শিক্ষাকেই সবকিছু মনে করা এবং বেআমলী জীবন অতিবাহিত কারীদেরই অংশ। বিশ্বাস করুন! যদি সকল মুসলমান দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় তবে আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর দয়া ও অনুগ্রহে মুসলমানদের মধ্য থেকে আত্মহত্যার ভয়াবহতা মূলতঃপাটন হয়ে যাবে। (আত্মহত্যার প্রতিকার, ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা)

এই বিষয়টি মনে গেঁথে নিন! আত্মহত্যাকারীর জন্য ইছালে সাওয়াব করা বৈধ।

**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ**

## পানি পান করার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** এর “১৬৩ মাদানী ফুল” পুস্তিকা থেকে পান করার সুন্নাত ও আদব শ্রবন করি: প্রথমেই প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর দু'টি বাণী: (১) “উটের ন্যায় এক নিঃশ্বাসে (পানি) পান করো না। বরং দুই বা তিন (নিঃশ্বাসে) পান করো। আর পান করার পূর্বে **بِسْمِ اللَّهِ** পাঠ করো এবং পান করার পর **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ** বলো।” (সুন্নেতে তিরমিযী, ৩/৩৫২, হাদীস নং-১৮৯২) (২) নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** পাত্রের ভিতর শ্বাস ফেলতে কিংবা তাতে ফুক দিতে নিষেধ করেছেন। (সুন্নেতে আবু দাউদ, ৩/৭৪, হাদীস নং-৩৭২৮) \* প্রখ্যাত মুফাস্‌সীর, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার

খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: “পাত্রের ভিতর শ্বাস ফেলা জীব জন্তুদের কাজ। তাছাড়া নিঃশ্বাস কখনো বিষাক্ত হয়ে থাকে। তাই নিতান্তই যদি শ্বাস ফেলতে হয়, তবে পাত্র থেকে মুখ সরিয়ে শ্বাস ফেলবে অর্থাৎ শ্বাস ফেলার সময় মুখ থেকে পানির পাত্রটি সরিয়ে নিতে হবে। গরম দুধ বা চা ফুঁক দিয়ে ঠান্ডা করবেন না। বরং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, ঠান্ডা হওয়ার পরই পান করুন। (মিরআত, ৬/৭৭) \* তবে দরুদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে শিফার নিয়্যতে পানিতে ফুঁক দিলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।” \* পান করার পূর্বে بِسْمِ اللَّهِ পাঠ করে নিন। \* চুমুক দিয়ে ছোট ছোট ঢোঁকে পান করুন। বড় বড় ঢোঁকে পান করলে যকৃতের (LEAVER) রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। \* পানি তিন নিঃশ্বাসে পান করুন। \* বসে এবং ডান হাতে পানি পান করুন। \* লোটা ইত্যাদি দ্বারা অযু করা হলে সেটার অবশিষ্ট পানি পান করা ৭০টি রোগ থেকে শিফা স্বরূপ। কেননা, সেটা পবিত্র জমজমের পানির সাথে সাদৃশ্য রাখে। এই দুই প্রকার (অর্থাৎ অযুর অবশিষ্ট পানি এবং যমযমের পানি) ব্যতীত অন্য যে কোন পানি দাঁড়িয়ে পান করা মাকরুহ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৪/৫৭৫ ও ২১/৬৬৯) এ দু’ধরণের পানি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করবেন। \* পান করার পূর্বে দেখে নিন পাত্রে ক্ষতিকর জিনিস ইত্যাদি আছে কিনা? (ইত্তেহাফুস সাদাত লিয যুবাইদী, ৫/৫৯৪) \* পানীয় বস্তু পান করার পর اَلْحَمْدُ لِلَّهِ বলবেন। \* হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: بِسْمِ اللَّهِ পাঠ করে পান করা শুরু করবেন, ১ম নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلَّهِ দ্বিতীয় নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ এবং তৃতীয় নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পাঠ করবেন। (ইহইয়াউল উলূম, ২/৮) \* গ্লাসে অবশিষ্ট মুসলমানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উচ্ছিষ্ট পানি ব্যবহারের উপযোগী হওয়া সত্ত্বে তা অযথা ফেলে দিবেন না। \* বর্ণিত রয়েছে: سُؤَالُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ অর্থাৎ মুসলমানের উচ্ছিষ্টে শিফা রয়েছে।

(আল ফতোয়াল ফিকহিয়াতুল কুবরা লি ইবনে হাজর আল হায়তামী, ৪/১১৭। কাশফুল খিফা, ১/৩৮৪)

صَلُّوا عَلَى الْخَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ